Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৪র্থভাগ { ২০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন৭৮ সাল ৪অক্টবর খৃঃঅব্দ } সংখ্যা ৩৪

অমৃতজার পত্রিকা।

২০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার

আমরা এই সপ্তাহ হইতে পুজার বন্ধ লইলাম। পুজার পরে আবার প্রিয় পাঠক গণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক বৎসর পরিশ্রম করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিব, বোধ করি পাঠক গণ ইহাতে বিরক্ত হইবেন না।

যশোহরের জ্বর ক্রমে প্রবল হইতেছে এবং ক্রমে সংঘাতিক আকার ধারণ করিতেছে। আমরা শুনিলাম বন্যার জলের নিমিত্ত অনেক গুলি স্কুল বন্দ হইয়াছে।

আবার জল বৃদ্ধি হইতেছে। কৃষ্ণ নগর অঞ্চলে যে জল কমিয়া ছিল তাহা আবার পুর্ব্ববৎ হইয়াছে। আমাদিগের এদিকেতে প্রায় এক হাত জল বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ক্রমেই উহা বৃদ্ধি হইতেছে। লোকের আসা ছিল যে, বন্যার দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা হৈমন্তিক খন্দের দ্বারা পুরণ করিবে। পুনর্ব্বার জল বৃদ্ধি দেখিয়া লোকের সে আসা অপহৃত হইতেছে। ফল যদি আশ্বিন মাসের মধ্যে জল সরিয়া না যায় তবে হৈমন্তিক খন্দ আর কিছু হইবে না।

বাঙ্গালি সিবিলিয়ানগণ নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। আমরা শুনিলাম তাহারা অন্যান্য ইংলণ্ডের প্রত্যাবর্ত্তিত যুবক দিগের ন্যায় সম্পুর্ণ ইংরাজ হইয়া আইসেন নাই তাহারা জাহাজ হইতে হোটেলে না উঠিয়া বাটির নিজ পরিবারের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন এবং পোষাক পরিচ্ছদের কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই। নিজ দেশ, ভাষা, আচার, ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ইংরাজ হওয়া দুর্ব্বল মনের ফল। সম্ভবতঃ ইহাঁদিগের মন দুর্ব্বল না হইবে। আমরা হিন্দু সমাজকে এই উপলক্ষে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাহারা সমাজে অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করেন তাহা দিগকে স্থান দেওয়া উচিত কি না? ক্রমে যে রূপ রাজ নিয়ম হইতেছে তাহাতে এ দেশীয় গণের কোন রূপ উচ্চ অভিলাষ অথবা দেশের প্রকৃত কোন মঙ্গল সম্পাদন করিতে হইলে ইংলণ্ডে যাইতে হইবে; হিন্দু সমাজ যদি তাহার শাসনের কঠোরতা কিছু শিথিল না করেন, তাহা হইলে প্রধান প্রধান লোক সমুদায়কে দল হইতে বহিস্কৃত করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় কলিকাতার ধর্ম্ম সভার এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

নিচের বর্ণনাটী বোধ হয় সকলেই কৌতুহলের সহিত পাঠ করিবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার পাঠক গণ বোধ হয় মাল বৈদ্যদের নাম বারম্বার শুনিয়া থাকিবেন। ইহাদের সর্পাঘাত চিকিৎসা প্রণালী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হইতেছে। মাল বৈদ্যদের অসীম সাহস। ইহারা সর্প লইয়া যে রূপ খেলা করে তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় সর্পাঘাতকে ইহারা কোন বিপদের মধ্যে গণ্য করে না। ইহাদের সকলকেই প্রায় ২০। ৩০ বার সর্পে দংশন করিয়াছে কিন্তু সর্পাঘাতে যে কোন মালবৈদ্য মরিয়াছে ইহা প্রায় শুনা যায় না। সম্প্রতি ইহাদের সর্প ধরিবার বড় সুবিধা হইয়াছে। বন্যায় সর্প সমুদায় নিরুপায় হইয়া গৃহে, বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ মাঠে সর্প গণ বৃক্ষ কৃষ্ণ বর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। বনগ্রাম সব ডিবিশনের কোন স্থানে মাল বৈদ্যেরা এই রূপ সর্প ধরিয়া আনিয়াছে শুনিয়া তাহা দিগকে ডাকাইয়া আনিলাম। তাহারা তাহার পুর্ব্ব দিন নিকটের একটী মাঠের বৃক্ষ হইতে শতাধিক সর্প ধরিয়া আনিয়াছে। আমার আহ্বান মতে তাহারা সর্প লইয়া আইল দেখি সমুদায় কেউটা, একটিও অন্য সাপ নহে। গোক্ষুরা সর্প গ্রামে থাকে কেউটার আবাস ভুমি মাঠ আর বিল। কেউটা গুলি দেখিতে সুন্দর ও নানা জাতীয়। কেউটার মধ্যে যে এত জাতি সর্প আছে ইহা পুর্ব্বে জানিতাম না। এমন কি যতটি সর্প প্রায় ততটি জাতি বোধ হইল। ইহারা একদিন মাত্র ধৃত হইয়াছে ও দন্ত উপড়ান হয় নাই, ইহাদের ক্রোধ গর্জ্জন, আস্ফালন দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায় কিন্তু মাল বৈদ্যেরা এক একজনে ৫। ৬টি সাপ লইয়া খেলিতে লাগিল এমন কি যে স্থানে বসিয়া সাপ খেলিতেছিল সে স্থানটি সর্পময় করিয়া ফেলিল। সকল সর্পেরি একান্ত ইচ্ছা উহা দিগকে দংশন করে, কিন্তু সাধ্য কি? মাল বৈদ্যেরা কেউটা সাপের দন্ত না ভাঙ্গিবার কারণ কেউটা সাপের বিষ বিক্রয় হয় কবিরাজেরা উহা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করে। কিন্তু তবু সন্দেহ হওয়ায় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। আমরা আর একটি দেখিলাম কেউটা সাপে যখন তাল পাতা দংশন করিল তখন প্রায় এক কাঁচ্চা আন্দাজ বিষ পড়িল। দংশন করিলে মনুষ্য শরীরে কি এত বিষ প্রবেশ করে? বোধ হয়না, কারণ ঝিনুক দংশন করিয়া যে রূপ আস্তে আস্তে বিষ ঢালিয়া দিল মনুষ্যে ততক্ষণ আপনাকে দংশন করিতে দিবে কেন? দংশন করিতে একটি দন্ত ভাঙ্গিয়া গেল। দন্তটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহার মধ্যে ছিদ্র ও উহার মধ্য দিয়া একটি চুল গেল, কিন্তু চুলটি দন্তের আগা পর্য্যন্ত না যাইয়া মাঝামাঝি আসিয়া বাহির হইল। এই নিমিত্ত সকল দংশন বিষাক্ত হয় না। দাঁতটী সমুদয় শরীর মধ্যে প্রবেশ না করাইতে পারিলে সাপে বিষ ঢালিয়া দিতে পারে না। সে যাহা হউক এ সমুদায় "মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা" নামক পুস্তকে বাহুল্য রূপে বর্ণিত আছে।

পরে যেখানে পুর্ব্ব দিবস মালবৈদ্যরা সর্প ধরে সেখানে সর্প দেখিতে গেলেম। চতুর্দিকে জল, সমুদ্রের ন্যায়, মধ্য স্থানে কয়েকটি বৃক্ষ মাত্র। দেখি একটী বৃক্ষ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, কয়েকটী পাতা মাত্র জাগরিত আছে, তাহার উপরে একটী গোসাপ নিরুপায় হইয়া শুইয়া আছে। অপর বৃক্ষে দেখি একটি বন বিড়াল, আমার সমভিব্যাহারে দুইটি বন্ধু ছিলেন, তাহার এক জনে গুলি ছুড়িলেন, তিন গুলি খাইয়া বিড়ালটি জলে পড়িয়া ডুবিয়া গেল। বিড়ালটির আকার প্রায় ব্যাঘ্রের ন্যায়। সেই বৃক্ষ আবার সর্পে পরিপুর্ণ। এই রূপ ৪। ৫টি বৃক্ষে সহস্র সহস্র নানা জাতীয় সর্প বাস করিতেছে। অধিকাংশ কেউটা, কি প্রায়ই কেউটা। মাল বৈদ্য গণ সর্প ধরিতে লাগিল, আর ভয়ে শত শত সর্প টুপ টুপ করিয়া জলে পড়িতে লাগিল। কি সাহস! সর্প পুরিত বৃক্ষে উঠিয়া সর্প ধরিতে লাগিল। কেউটা সর্প জলে পড়িয়া চারি পার্শ্বে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহার মধ্যে এক জন সন্তরণ দিয়া সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পরে গুটী কয়েক সর্প ধরিয়া প্রত্যাগমন করিলাম। মাল বৈদ্যেরা আমাকে এক কলসী কেউটা সাপ দিতেছিল, আমিও তাহা বাড়ী আনিতেছিলাম, কিন্তু পরে ভাবিলাম যে বাড়ী যাইয়া এ কলসের মুখ কে খুলিবে আর ইহা ভাবিয়া মাল বৈদ্য দিগকে ধন্যবাদ করিয়া তাহাদিগের কলস তাহাদিগকে দিলাম।

আমাদের দেশীয় গণের প্রতি।

আপনারা সকলে বোধ হয় অবগত আছেন যে পারলিয়ামেণ্ট হইতে জন কয়েক সভ্য ভারতবর্ষের আয় ব্যয় সংক্রান্ত অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা এপর্য্যন্ত অনেকের জবানবন্দি লইয়াছেন ও অনেকের সাক্ষ্যের স্থূল মর্ম্ম এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কথা হয় যে সভ্যেরা যেখানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন সেখানে অন্ততঃ কিয়ৎকাল এখানে আসিয়া এদেশীয় লোকের সাক্ষ্য লওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সভ্যেরা তাহাতে সম্মত না হইয়া সমুদয় কার্য্য ইংলণ্ডে থাকিয়া করিবেন এই সংকল্প করিয়াছেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে, যখন সভ্যগণ এখানে আসিতে সম্মত হয়েন নাই, সেখানে আমাদের কাহার কাহার সেখানে যাইয়া জবানবন্দি দেওয়া কর্ত্তব্য কি না। ফ্রেণ্ডের সম্পাদক অনুরোধ করেন যে এদেশীয়েরা কেহ কেহ যাইয়া বিলাতে সভ্যদের নিকট এদেশের আয় ব্যয় সংক্রান্ত অবস্থা বর্ণনা করিয়া আইসেন, এবং অন্যান্য অনেক পত্রিকা সম্পাদক এই কথায় অনুমোদন করেন। পুনা নগরের সার্ব্বজানিক সভা হইতে এই নিমিত্ত কয়েক জন প্রেরিত হইবে। কিন্তু পেট্রিয়ট এই কথায় আপত্তি করেন। তিনি বলেন যে সভ্যদিগের এখানে আসা কর্ত্তব্য, আমরা সেখানে কেন যাইবে? পেট্রিয়টের প্রকৃত আপত্তি কি তাহা সরল ভাবে ব্যক্ত করেন নাই। সভ্যগণ এখানে আসিবেন না, তাহাদের আসা কর্ত্তব্য সেখানে তাঁহারা যখন আইলেন না তখন আমরা কখন তাঁহাদের নিকট যাইব না, এরূপ আখুটী আমাদের চলেনা। কারণ আমরা অধীন জাতি, কিন্তু প্রধান হেতু এই যে এ অনুসন্ধানে গরজ আমাদের, তাঁহাদের নয়। এমত অবস্থায় আমরা যদি বলি "তোমরা এলে না আমরাও যাইব না" তাহা হইলে সভ্যগণ কিছু মাত্র ক্ষতি মনে করিবেন না বরং বলিবেন না এলে বোয়ে গেল, এলে না তোমাদের ক্ষতি আমাদের লাভ। প্রকৃত অনুসন্ধান ইহাই লইয়া হইতেছে। আমরা বলিতেছি ইংলণ্ড আমাদের দেশ হইতে বৎসর২ বিস্তর টাকা অপহরণ করিতেছেন ও তাহা সত্য কি না দেখিবার নিমিত্ত সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। সভ্যগণ আবার নিস্বার্থ বিচারক নন, তাহারা বেশ বুঝিতেছেন যে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড এখন যত টাকা লইতেছেন তাহার যত কম লইবেন, সভ্যগণের নিজের তাহাদের আত্মীয় স্বজনের ও তাহাদের দেশীয়েদের, সে ক্ষতি পুরণ করিতে হইবে। এমত অবস্থায় একথা কি বলা চলে যে, "তোমরা এলে না আমরাও যাইব না।" কিন্তু পেটিয়টের আপত্তি করার কারণ ইহা বোধ না হইবে। তিনি ভাবিতেছেন যে এদেশীয়েরা সাক্ষ্য দিতে যাইয়া কি বলিবে? তাহারা জানে কি? কাগজে দেখে বৎসর ৫২ কোটি টাকা আয় ও ৫২ কোটী টাকা ব্যয়। মুখে শুনে অনটন হইয়াছে, আবার কেহ কেহ সেই অনটন কে উদ্বর্ত্ত বলে। মুখে শুনে গবর্ণমেণ্টের টাকায় কুলায় না, আবার সেই গবর্ণমেণ্ট কাগজে দেখাইতেছেন যে বৎসর২ নগদ তহবীলে মজুদ হইতেছে। এদেশের আয় ব্যয়ের নিগুঢ় এদেশীয়েরা কেহ জানে না ইংরাজেরাও অতি অল্প লোকে অবগত আছেন। সেখানে এ দেশীয়েরা সভ্য গণের সম্মুখে যাইয়া কেবল হাস্যাস্পদ হইবে বই কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। আপত্তির গুরুত্ব আমরা বেশ বুঝি। আমরা যাইয়া কেবল সভ্য গণের সম্মুখে ইহাই বলিতে পারি আমরা বড় কষ্টে আছি, আমরা উচ্ছিন্ন গিয়াছি আমরা খেতে পাইনা। এ রূপ রোদনে যদি কিছু কাজ হয় তবেই কেবল আমাদের দ্বারা কিছু কাজ হইতে পারে, এ রূপ রোদনের দ্বারা কাজ হইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এ আপত্তি সত্ত্বেও আমাদের সভ্য গণের নিকট সাক্ষী প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। অর্থ সম্বন্দে ইংলণ্ড আমাদের উপর ভারি অত্যাচার করিতেছেন। আর এ অত্যাচারের ক্রমে বৃদ্ধি বই হ্রাস নাই। যখন কোম্পানির রাজ্য ছিল তখন ইংলণ্ডে এদেশ শাসনের নিমিত্ত মোটে ৩ কোটী ব্যয়িত হইত এখন ঠিক সেই কায করিতে ৮ কোটী টাকা লাগিতেছে। কোম্পানি বাহাদুর যে ভারতবর্ষকে বিশেষ স্নেহ করিতেন তাহা নয় তাহারা যে আমদের ৩ কোটি টাকা ব্যয় করিতেন সেও যে ন্যায্য তাহা নয়, কিন্তু এখন সেই ৩কোটীর উপরে আর ৫ কোটী টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে অথচ কাজ যেমন তেমন আছে। ইণ্ডিয়া আফিসে কোম্পানি বাহাদুর ১৩ লক্ষ টাকাতে সারিতেন, এখনকার মহাত্মারা সেই কাযের নিমিত্ত ২০।২১ লক্ষ টাকা লইতেছেন। আমাদের রণতরি মোটে নাই, কিন্তু তবু রণতরীর ব্যয় বলিয়া ইংলণ্ড আমাদের নিকট ৭০ লক্ষ টাকা লয়েন। এদেশে ৬০। ৭০ সহস্র গোরা সৈন্য আছে ও তাহাদের নিমিত্ত আমাদের বৎসর বৎসর ১৩ কোটি টাকা লাগে। কিন্তু ইহাদের নিমিত্ত ইংলণ্ডে আমাদের আবার ৩।০ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হয়। হর্স গার্ড দিগের নিমিত্ত আমাদের প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা দিতে হয় কিন্তু ইহারা আমাদের কোন কার্য্যে আইসে না, কায যাহা তাহা ইংলণ্ডের করে। পারশ্য দেশে মহারাণীর একজন প্রেরিত দূত আছেন তাহার নিমিত্ত আমাদের ১ লক্ষ২০ সহস্র টাকা লাগে। হংকঙ্গে ঐরূপ একজন আছেন তাহার ব্যয় ২ লক্ষ ৩০ সহস্র টাকা তাহাও এই হত ভাগাদের লাগে। আর কত বলিব, কিন্তু আর একটী না দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। কোম্পানি বাহাদুর পারলিয়মেণ্ট হইতে এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের নিমিত্ত সনন্দ পত্র প্রাপ্ত হয়েন। কিছু কাল পরে ইংলণ্ডের অন্যান্য সওদাগরেরা ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। ইহাতে কোম্পানি বাহাদুরের একচেটিয়ার সত্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ও তাহাদের ক্ষতি পুরণের দরুণ ৬০ লক্ষ টাকা—কাহার দিতে হইল? আমাদের!! এক দল ইংরাজ অন্য দলের ক্ষতি করিলেন তাহার ক্ষতি পুরণের নিমিত্ত আমাদের আজ মার কাল পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকা করিয়া প্রতি বৎসর দিতে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কি হইতে পারে?

উপরের যে ঘটনা গুলি লেখা গেল উহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ পত্র হইতেই সংগৃহীত, সুতরাং আমরা যদিও আয় ব্যয়ের নিগুঢ় না জানি তবু গবর্ণমেণ্ট মোটামুটি যাহা প্রকাশ করেন তাহার দ্বারাই সভ্যগণের নিকট আমাদের প্রতি কত অবিচার হয় সপ্রমাণ করিতে পারি বিশেষতঃ এদেশীয় সাক্ষীরা ভূমির অবস্থা ভূমির কর, লবণ, শুল্ক, শস্যাদির রপ্তানি, দেশীয় শিল্পি দিগের ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক বিষয় সভ্য গণকে অবগত করাইতে পারে। এখন আমাদের প্রার্থনা এই আমাদিগের দেশীয় গণের বিলাতে কি সাক্ষী পাঠাবার ইচ্ছা আছে, যদি থাকে তবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহারা সংবাদ পত্রে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে থাকুন।

বন্যা।

আবার জল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবার দেখি সর্ব্বনাশ হইবার যো হইল। আশা ছিল জল সরিয়া যাইয়া হৈমন্তিক খন্দ হইবে, কিন্তু এখন যেখানে জল বৃদ্ধি হইতে থাকিল তখন হৈমন্তিক খন্দ না হইলে নিশ্চিন্ত মন্নান্তরা হইবে। বন্যায় লোকের কি প্রকারে কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা যাঁহারা নগরে বাস করেন, কি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের জানিবার সম্ভাবনা নাই। গৃহ ইত্যাদি পড়িয়া গিয়াছে, দ্রব্যাদি জলে ভাসাইয়া লইয়া লইয়া গিয়াছে, লোকেরা কায করিতে না পারিয়া বসিয়া আছে। ইহা ব্যতীত গো ছাগাদি আহারাভাবে, স্থানাভাবে অনেক মরিয়া গিয়াছে, মনুষ্যও জ্বরে শত শত লোকে আক্রান্ত হইতেছে শিশু সন্তান গণ দুগ্ধাভাবে মরিতেছে ও কষ্ট পাইতেছে এবং অনেকে এখনই অন্ন কষ্ট পাইতেছে। চৈত্র মাসে বৃহৎ বৃষ্টি হয় ও সেই বৃষ্টিতে নিম্ন ভূমি সমুদায় ডুবিয়া গিয়াছিল, সুতরাং অনেক স্থানে বড়ান ধ

হয় নাই। যদি নিয়মিত বড়ান ধান পাত হইত তবে অনেক ধান বাঁচিয়া যাইত। এই বড়ান ধান বন্যার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি হয়। যাহা বাঁচিয়াছে, সে কেবল বড়ান ধান্য কিন্তু এই বড়ান ধান্যের আবার অধিক অংশ স্রোতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আবার ফলের বৃক্ষ অনেক নষ্ট হইয়াছে। কাঠাল বন্যার জলে স্পর্শ করিলে মরিয়া যায়। সুতরাং কাঁঠালের বংশ একেবারে ধ্বংশ হইয়াছে। আর ১৫ বৎসর না গেলে কাঁঠাল আর সুলভ হইবে না। পেঁপের গাছ এই রূপ নষ্ট হইয়াছে। কলার গাছ অনেক নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তত ক্ষতি হইবে না। আতার গাছ নির্মুল হইয়াছে।

তবে বন্যা হইলে ভূমি উর্ব্বরা হয়, অতি মন্দ জমিও ভাল হয় কিন্তু এবারকার জল পরিস্কার বলিয়া লোকে সে আসা করিতেছেনা। কিন্তু মৎস্য আমদানি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও জল পরিস্কার বলিয়া ঘটিয়া উঠে নাই। ঘোলা জল সমুদ্রে না পড়িলে মৎস্য উঠে না। এবারকার বন্যার জল কাচের ন্যায় সচ্ছ। তবে আবার জল বৃদ্ধি হইতেছে ও এ জল অপেক্ষা কৃত ঘোলা ও বালুকা বিন্দুতে পরিপূরিত।

আর একটি বিপদের কথা বলিতেছি ইহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। বন্যার জলে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে, ও ঘাস সমুদায় নষ্ট হইবে। সেই স্থানে নূতন ঘাস হইবে। ও যেখানে যেখানে জল সরিয়া গিয়াছে সেখানে সেখানে এখনিই ঘাসের অঙ্কুর হইয়াছে। এই ঘাস গরুতে আহার করিলে উহা দিগের গলা ফুলিবে ও তখনি মরিয়া যাইবে। বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞ কৃষকেরা গো ছাগ দিগকে এ ঘাস খাইতে দেয় না, কিন্তু না দিয়াই বা করিবে কি? একে বসন্ত ও পশ্চিমে রোগে গো বংশের সর্ব্বনাশ করিল তাহাতে আবার এবারকার অত্যাচার, এবার গো ছাগাদির সংখ্যা একেবারে কমিয়া যাইবে। সময় থাকিতে গবর্ণমেণ্টের এদিকে দৃষ্টী পাত করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় দিগের কিবল মাত্র ধন গরু। গবর্ণমেণ্টের এবারকার শৈথিল্যের আর মাপ নাই। বিপদ এবার দুর্গম্য ও দূর স্থিত উড়িষ্যার ও রাজ পুতনায় নয়, কলিকাতার চতুস্পার্শ্বে।

We have received several complaints against the Deputy Commissioner of Kamroop but we hitherto kept ourselves quiet hoping that what has already appeared in this and other journals would bring that officer to his sense. Major Lamb is said not to admit any counsel for defence in criminal cases; he compels Pleaders to stand up at the time of reading his judgment; he requires every Mouzadar to be present at his Banglow every morning from six to ten during their stay at Gowhatty though without any apparent business; he addresses respectable native gentlemen with the most dishonorific words as *tui* (thou) *kur* (do) &c,so revolting to native feelings. These officers preach more sedition than the Sittana Wahabees, and we assure Government that when we notice these vagaries of its officers we only wish its welfare.

Tax on Tobaco—We understand that it is under the consideration of the Lieutenant Governor of Bengal to realize a revenue from tobaco. It is not so much the official inspiration of the English Journals as the vexatious nature of a tax on tobaco, and the proclivities of our chief that incline us to take the rumour as true. Such a Measure fully accords with the principle that has hitherto characterized the short regime of Mr. Campbell. For is not our Lieutenant Governor a friend of the poor? And is not tobaco the only luxury of the poor, if tobaco be a luxury which never intoxicates or deadens the senses but imparts only vigor to the exhausted? The bolt of the road cess has already fallen upon the poor, the poorer and the poorest and a tax upon tobaco will complete the mischief. It was in 1859 we believe while in the Central Provinces that Mr. Campbell first wrote his minute upon "tax on tobaco." He was then of opinion that tobaco is a fit subject for taxation because the *Panjabees who saved the Empire during the great crisis were not addicted* to it. But unfortunately that argument does not hold good now, for tho' Mr. Campbell can tax the Bengallees he cannot enjoy the pleasure of exempting his favorite Punjabees. However there is something in taxing the Bengallees tho' we are sorry we cannot promise him success. We have on more than one accasion discussed the subject threadbare, and we take up the subject with reluctance. Our Lieutenant Governor is not the man to be dissuaded by appeals, threats and arguments, but a great interest is at stake and we must do our duty. The use of tobaco is so common in Bengal and so cheap in price and so harmless in its effects that it is more of a necessary than a luxury. Though dietically considered tobaco is not necessary to life, habit has rendered it a necessary that cannot be dispensed with without pangs of mind and pains of body. To impose any tax upon it would be to touch the ragged pocket of the veriest poor, but it is not solely on that ground we condemn a tax upon it. Any tax that does not affect the lowest stratum of the mass cannot be large nor equitable, and a tax on tobaco fulfils the two conditions of the true principle of taxation. Again if it be a luxury it deserves to be taxed, but if a necessary it ought to be held sacred because a necessary of the poor. Could it be levied (1) without *extra* oppression, and (2) without expence to Government no tax could be so just as the one under consideration. A tax on a commodity may be levied either in the raw or manufactured state, or in its transit from one State to other. In the case of a tax upon raw tobaco, either the land capable of growing it or the quantity produced may be taxed *ad valorum*. In either case Government to succeed must remain prepared to incarcerate thousands and tens of thousand. Then again of all the tobaco-growing districts the little tributary States of Cooch Behar sends the largest quantity of that article to our markets, is our Government prepared to tax the tobaco that is grown in that state or to stop its cultivation there? But we understand Mr. Campbell has no idea at present of taxing the raw commodity, he had no such idea when he wrote his Minute, and to our infinite relief he still holds the same opinion. He purposes *at present* to tax the commodity in Towns and His Honor is welcome to it. No man will think it worth his while to purchase such an article at high prices in the town when it could be had cheaper in the suburbs and villages. If Government purposes to stop smuggling we shall like to see how that is accomplished. It is only the insane and ignorant who can hope to do such a thing. First let Government succeed in preventing the prisoners in Jails who are so carefully guarded day and night from smuggling tobaco. What prisoner does not smoke, tho' the penalty for smoking so heavy and the prisoners have apparently no chance of procuring the weed? Well as we said we welcome our Rulers to make the experiment. The idea that the French derive about 8 millions annually from a tax upon tobaco' causes the water to flow copiously from their mouths, and we beleive nothing but an actual experiment will satisfy them, tho' we doubt not the result will be the crowdedness in our overcrowded Jails, the ruin of some hundreds, a great deal of extra oppression, discontent heavy expences and no profit and ultimately FAILURE.

Political Horizon—What is in the atmosphere? Why this crusade against the Judges, why the Bariells riots and the butcher murders in the Punjab? The at-

mosphere seems surcharged with murderous intents, dark intrigues and sedition. Why was such a good and inoffensive man like the Chief Justice Norman murdered in cold blood, and in a manner as if to strike terror into the hearts of Government officers ? Why was Abdulla the assassin mute throughout, tho' every opportunity was given him to speak and defend himself ? Does not this fact alone show that he has accomplices, or that he is merely a tool in the hands of others ? If a fanatic simply, he would have gloried in his deeds and attempted to perpetuate his name by giving full publicity to every particular regarding himself, and if actuated by revenge, and goaded to the foul act by private, wrong he would have at least tried to extenuate his enormous guilt and enlist if not the sympathy at least the pity of his fellow creatures. But here is a murderer who neither denies nor confesses his guilt, he exults not like a fanatic, he blabs not like a penitent, he seeks no sympathy, no pity, he speaks not even to defend himself from death, and the idea naturally forces itself in the mind, that the man is afraid either to commit himself or his friends, accomplices, or employers. What motive could *he* have to slay the Chief Justice, and no man but a mad man moves without a motive. If he has then a motive it is a secret one, one which of divulged would compromise others. The Assassin moreover is a mahomudan and probably a Wahabee, and who does not know that the sole object of the existence of the Wahabees is to plot mischief to infidels and infidel Governments ? That they have been preaching sedition to the English Government this half a century, that they have been organizing themselvos into a society and a military society have been most clearly proved. That they are acautious intriguing, bold, persevering, secret, sect, that their movements are all secret, that their presence tho' every where from Sittana to Furreedpore can never be suspected there is now no particle of doubt. The Patna trials exhasperated them, then came the trial of Ameerkhan which made so much noise in the world. Ameer khan has been found by Mr. Prinsep to be a Wahabee and a most dangerous Wahabee and he was transported accordingly. This has no doubt added fuel to the fire. It was the lamented late chief Justice Norman to whom was addressed the powerful appeal of Mr. Anstey on behalf of Ameer khan, but he turned a deaf year to all his arguments and according to the Wahabees sacrificed justice for the sake of Government and Lord Mayo. So Mr. Norman lost his life. The Wahabees a viudietive sect found in Abdulla a ready tool, and al the necessary qualities of an assassin, they found him bold rsolute, and a zealous co-worker, promised him Paradise and the beautiful houries and Abdolla believed them and acted accordingly. He went to murder, then to die to go Heaven, and he had no necessity to be talkative or communicative.

Then again the Kookas, are they not plotting mischief too ? Nanak was a peaceful man and he organized a peaceful and a religious sect, but then came guroo Govind who at once formed them into a military body, and these khalsas nearly overturned the British Empire. Ram sing pretended to be a peaceful man but who knows that he will always remain so. It was necessary in the beginning to preach good will to man and so forth, but then he was not strong enough to preach otherwise, not so now. He has now a large body of followers obedient to his will, faithful, bold and warlike. With arms he can tomorrow be a formidable enemy, without arms he is dreadful still. With a strong will and determination he can throw the whole Empire into confusion. With the geatest possible case he can induce the erocious and irrepressible borderers to join his standard by offering them plunder. The Wahabees will be too ready to work in unison or he will be too ready to join with the Wahabees. Thirty millions of zealous Wahabees and a million of Kookas tho' without arms are a too powerful body to be trifled with. But does such an understanding exist between the Kookas and Wahabees ? Probably it does, orelse why should such mutinious spirit be manifested amongst both the sects simultaneously ? Or if such manifestations be merely a coincidence, what is there to prevent the union of these two powerful sects ? Common interest will at once bind them, common danger will bind them closer. The nation like individuals is subject to distemper. No distemper comes suddenly and unwares, it first gives timely warnings by certain symptons, and if not timely remedied it presents itself in a dreadful form. Here we see clearly symptoms of an internal malady. Here in Calcutta we see a mutinious spirit, we see the samething in Punjab, in Bariely, and in Bombay. Are they mere coincidences ? No sane mans would take them as such.

The above is evidently the European view of the matter, tho' they may not choose to disclose it. We have thus shown the dark side of the picture, but it has a bright side. Now if Chief Justice Norman was murdered in Calcutta, the Judge who was murdered in Punjab was a *Native*. There was a riot in Barrielly, but it had an understandable origin. The mutiny in the Jail was the work of a foolish man who was very fond of displaying his power. The propensity of murdering the butchers is only a periodical fit to which the Hindoos are subject, and ever since the preponderance of *Mlechas* in this country this fight has never ceased. That is the greatest of insult to a genuine Hindoo the butchering of their cows, next only to the insult to their females. They suffer such an insult only because they cannot help it, and the murder of the Raicote butchers was but the outburst of a pent up feeling of newly converted and therefore zealous fanatics. These murders have nothing to do with the antagonism, which is said to exist between the aliens and natives. The assassin may or may not be a Wahabee and what are the Wahabees that they should create so much alarm amongst Englishmen ? Their grandest effort the constant and successive efforts of two generations culminated in the miserable Sittana campaign. The great body of the people are loyal or in other words not inimical to the British Rule. They gain nothing but loose many things at the extinction of the British Indian Empire. The Native Chiefs hold their *pattas* from the Britsh Government so do the Zemindars and the extinction of the British Empire means the anhilation of those two classes who have any real power in the country. Zemindars did we say, but the foolish Government is doing all it can to dissever the tie of common interest which at present binds them, the zemindars and Government. In short the alarnm which has been sounded by all English Press at these incidents, and the construction that they would put upon them, serve only to amuse than to alarm. It seems the consciences of these men are not very clear and any incident frightens them. They cannot trust us and it seems they feel they do not deserve our trust. Are not the faithless the most zealous of husbands ? They feel they cannot trust us but that is not the fault of the Natives. They have never sought the confidence of the Natives, they have all along systematically rejected the advances of their fellow though conquered subjects, they have always solely depended upon their bayonets and they feel they do not deserve our affection. These constant alarms are the inevitable result of this ungenerous and unmanly behaviour. With the affection and co-operation of the great body of the Natives they can defy the whole world, but bayonets alone may serve for a time in a foreign country and only for a time. These truths will surely dawn upon our Rulers tody or tomorrow and then these alarms shall ceass, and then Natives shall case to grumble.

বিবিধ।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট বন্যা প্রপীড়িত মুক্তি গণকে একেবারে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন। কৃষ্ণ নগরের মাজিষ্ট্রেট যে রূপ হৃদ ভেদী রিপোর্ট প্রভৃতি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রজা বৎসল ও গরিবের মা, বাপ

র্বর্ণমেণ্টের হৃদয়ে দয়ার স্রোত উথলিয়া দেশ ভাসিয়া গেল। আবার যে জল বৃদ্ধি হইতেছে ও বন্যা আরম্ভ হইয়াছে এ শিমলা পাহাড়ের জল নয় ও গোমতি নদীর জলও নয়, এ গবর্ণমেণ্টের দয়ার স্রোত। কেহ কেহ বলেন এ দয়ার স্রোত নহে, গোপিনীর নয়ন জলে যে রূপ যমুনা ভাসিয়া যায়, প্রজার দুঃখ শুনিয়া সেই রূপ গবর্ণমেণ্টের নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত নয়ন ধারা বহে ও তাহাতেই কেবল আবার বন্যার জল বাড়িতেছে। সে যাহা হউক মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হৃদ বিদারক রিপোর্ট পাঠ করিয়া গবর্ণমেণ্ট অস্থির হন ও কোন মতে মনকে প্রবোধ না দিতে পারিয়া ও নিতান্ত অস্থির হইয়া আমাদের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা যে দেশে মোটে বন্যা নাই, যেখানে বন্যার কথাও না শুনিতে হয় সেই দেশে পলায়ন করেন। এই নিমিত্ত ক্যাম্বেল সাহেব একবার আসামে একবার গোয়াল পাড়ায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ান। কিন্তু মনের দুঃখ কি দৌড়িয়া বেড়াইলে সারে? শেষে তিনি করেন কি একেবারে ৫০০ টাকা দিয়া ফেলিলেন। তখন একটু সুস্থির হইলেন, ও তখন যিয়া আবদুল গণির বাটীতে আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

এদিকে নদিয়ার মাজিষ্ট্রেট এই ৫০০ টাকা পাইয়া ঘোষণা দিলেন যে বন্যায় প্রপীড়িত ব্যক্তি গণের প্রতি দয়াল গবর্ণমেণ্ট কৃপা করিয়া তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়াছেন, যাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে তাহারা ২রা অক্টবর তারিখে বেলা ১০ ঘটিকার সময় মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হইলে যথোচিত সাহায্য পাইবেন। এই ঘোষণা অনুসারে ৫০ সহস্র গৃহ শূন্য (স্ত্রী শূন্য বুঝিতে হইবে না) ক্ষুধিত প্রজা উপস্থিত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব লোক গুলিকে গণাইলেন, দেখিলেন ৫০ হাজার লোক। তখন কাছারির বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "বাপু সকল তোমাদের দুরবস্থা আমরা বেশ বুঝিতেছি, এ সম্বন্ধে আমি কত বড় দুঃখিত কি পর্য্যন্ত যত্ন করিয়াছি তাহা অমৃত বাজার পত্রিকা পাঠ করিলে জানিতে পাইবে। সে যাহা হউক আমার দুঃখে পায় কি আমার ক্ষমতা কি? গবর্ণমেণ্ট তোমাদের প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তোমাদের সাহায্যার্থে গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট টাকা পাঠাইয়াছেন (এই সময় হতাশ প্রজা গণ আল্লা২ ও হরিবোল বলিয়া উঠিল ও সে শব্দে গগণ ঢাকিয়া গেল) তোমরা দয়াল গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ কর। (এখানে আবার গবর্ণমেণ্টের জয় হউক বলিয়া গগণ ভেদী শব্দ হইয়া উঠিল) তোমাদের বাস স্থান গিযাছে, ধান ডুবিয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ এবার তোমাদের হৈমন্তিক খন্দ হইবে না। তোমাদের বাড়ীর ধান ভাসিয়া গিয়াছে ও গো ছাগাদি মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভয় কি আবার শুভ দিন আসিবে। তোমাদের সকলের যে ঠিক এক রূপ বিপদ হইয়াছে তাহা নয়, কাহার বেশী, কাহার কম। কিন্তু তাহা বাছিবার আর সময় নাই, তোমাদিগকে সকলকেই আমি সমান ভাগ করিয়া দিব। (আবার আল্লা,২ হরি হরি বোল, গবর্ণমেণ্টের জয় হউক শব্দে মেদিনী কাপিয়া উঠিল) তবে গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিয়াছেন তাহার সকল তোমাদিগকে দেওয়া হইবে না, প্রথমতঃ ভাগে মিলে না, আর দ্বিতীয়তঃ সকল দেওয়ার নিয়ম নাই। মুনিবে মহত্ব করিয়া মস্ত হুকুম দেয়, চাকরের বিবেচনা করিয়া তাহা পালন করিতে হয়। আর এই টাকা হইতে কিছু রাখিতে পারিলে আমার সুখ্যাতি আছে। গবর্ণমেণ্ট তোমাদিগকে কত টাকা দিয়াছেন তাহা তোমরা শুন নাই। বলিতেছি। এই টাকার মধ্যে মোটে ১৩০ টাকা উদ্বর্ত্ত বলিয়া রাখিলাম। আর অধিকাংশ অর্থাৎ বক্রি ৩৭০ টাকা তোমাদিগকে ভাগ করিয়া দিব, তাহা হইলে বাটী যাইয়া হিসাব করিয়া দেখিও ভাগে ঠিক মিলিবে। এখন এক এক জন অগ্রসর হও, হইয়া অর্থ লও আর গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ কর। লও প্রথম নম্বর তোমার ভাগের ভাগ এই অর্দ্ধ পয়সা লও, ইহার শিকি পয়সা দিয়া এক জোড়া দামড়া কিনিও আর শিকি পয়সা দিয়া ধান ইত্যাদি ক্রয় ও বাটী প্রস্তুত করিও।

বিজ্ঞাপন।

তিন সহস্র টাকা।

যে অভিসন্ধি প্রযুক্ত প্রধান বিচারপতি মৃত নরমান সাহেবের হত্যা ঘটিয়াছে তাহা যে সম্বাদ দ্বারা শ্রীযুক্ত পুলিষ কমিশনর সাহেব সম্পুর্ণ রূপে প্রমাণ হইবে বিবেচনা করিবেন, এবং যদ্দারা উক্ত পুলিষ কমিশনার সাহেব হত্যাকারী আব্দুল্লার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ও তাহার স্ববান্ধব সংগিগণকে সন্তোষদায়ক রূপে নিরাকরণ করিতে সক্ষম হইবেন এবম্প্রকার সম্বাদ দাতাকে তিন সহস্র টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে এবং প্রত্যেক ফলদায়ক সম্বাদের জন্য উচিৎমত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। উক্তব্যক্তির আকৃতি নিম্নে লিখিত হইল।

অনুমানিক নাম মৌলবি আব্দুল্লা উর্দ্ধে (৫) পাঁচ ফিট (৬) ছয় ইঞ্চ বয়স প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর আকৃতিস্থুল ও অদীর্ঘ এবং বলবান; মুখাকৃতি সুপ্রকাশ্য অর্থাৎ ভাযমান বর্ণ নিতান্ত কাল বা নিতান্ত ফরসা নহে; মুখে অল্প২ বসন্তের দাগ; ক্ষুদ্র২ চক্ষু কপাল অতি নিম্ন ও বসা; কেশ কৃষ্ণ বর্ণ এবং ছোট২ করিয়া ছাঁটা; দাড়ি ছাঁটা বক্ষ পদ এবং হস্ত অর্থাৎ বাহুর কনুইয়ের নীচে কেশাবৃত হিন্দুস্থানী ও আরবীভাষা জানে বোধ হয় পেশ ও রয়াবাসী; বিগত দুই বৎসর হইতে চিতপুর রাস্তার সিঁদূরে পটি বা নাখোদার মসিদে সর্ব্বদা যাতায়াৎ করিত।

টীকা এই নগরে অথবা এই নগরের নিকটাবর্ত্তী প্রত্যেক নগর ও সুবারবান পুলিষ ষ্টেশনে অথবা লাল বাজার পুলিষ আফিসে, উক্ত হত্যা কারীর প্রতিমূর্ত্তির ফটোগ্রাফ দেখা যাইতে পারে।

কলিকাতা

২৬ সেপটম্বর ১৮৭১ সাল।

ইষ্টুয়ার্ট হগ,

কমিশ্যনার অফ পুলিস।

মুল্যপ্রাপ্তি।

বাবু প্রতাপ চন্দ্র শিকদার গঙ্গাধর পুর ৭৯ সালের জৈষ্টশেষ ৮

বাবু শতীশ চন্দ্র মিত্র মল্লিকপুর ৭৮ শালের অগ্রহায়ন শেষ ৪৷৷০

বাবু কুমদ নাথ কর্ম্মকার শোনাডাঙ্গা ৭৮ শালের ভাদ্র ৭

বাবু কেদার কিশর আচার্য্য চৌধুরি মুক্তাগাছা ৭৮ শালেম ফাল্গুন ৪

শ্রীমতী রাণী সরত সুন্দরি পুটিয়া ৭৯ শালের আশাড়ের শেষ ৭৷৷০

মৌলবি শেয়াদ আবেদুল্লা, পিরিজপুর, ৭৮ সালের ১৫ পৌষ ৭৸০

বাবু রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিকেরগঞ্জ, ৭৮ সালের ফাল্গুন ৮

বাবু গোপি মোহন দত্ত, আনন্দ নগর, ৭৮ সালের শ্রাবণ ১০

বাবু হর গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহনপুর, ৭৮ সালের বৈশাখ ৬

বাবু রাখাল রাজ ভট্টাচার্য্য, হরিপুর, ৭৮ সালের ভাদ্র ২৸০

বাবু রাম গোপাল দাস, দেয়ান গঞ্জ, ৭৭ সালের চৈত্র ৬

বাবু চন্দ্রকান্ত সেন, মহারাজ গঞ্জ, ... ১৷৷০

বাবু গোপি কৃষ্ণ গঙ্গপাধ্যায়, রাম নগর ৭৮ সালের শ্রাবণ ৫

বাবু রাম জীবন দত্ত, মল্লিকপুর, ৭৮ সালের আশ্বিন ৮

সংবাদ।

—হিন্দু রঞ্জিকা বলেন "বিগত ২৪এ ভাদ্র নিশিতে নাটোর প্রদেশে মেঘাড়ম্বর হইয়া প্রবল ব্যাত আরম্ভ হয়, এবং ঐ বাত্যাযোগে ষ্টেসন নাটোরের মোতালক বৈত্যবেল ঘরিয়া গ্রামের চক পাড়ার দেয়াড় (যাহাকে কাজীপুরা দিয়াড় কহে) ঐ স্থানে ৯ ঘর যবন প্রজার বাড়ী, ও ঘর ও মনুষ্য, গোরু ও বৃক্ষাদি সমস্ত উড়িয়া কোথায় গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় হয় নাই। পর দিন অর্থাৎ ২৫এ তারিখ প্রাতে তদন্ত হওয়ায় উল্লেখিত স্থানের দক্ষিণ বিলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ৭ জন মৃত মনুষ্য ও কয়েকটী মৃত গো পাওয়া গিয়াছে।"

—ঢাকা প্রকাশ বলেন "ঢাকার চক বাজারের দাঙ্গা মোকদ্দমা উপলক্ষে যে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রেজেন্দ্র কুমার রায়ের এক সহস্র টাকা জরিমানা, ২৫ সহস্র টাকার মোচলিকা এবং তাহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু মহেশ বিশ্বাস মহাশয়ের যে এক সহস্র টাকা জরিমানা হইয়াছিল, হাইকোর্টের বিচারে তাহাদের নি দোষিতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এবং উভয় ব্যক্তি দণ্ড ও মোচলিকা হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।"

—এক জন লর্ড মহা সভায় একটী বক্তৃতা দেওয় উদ্যোগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইয়াছেন। ইতি ম তাহার মেয়ের এক খানি তারের সম্বাদ তাহার গত হইল। তাহার স্ত্রীকে তিনি অত্যন্ত ভাল বা তেন। টেলিগ্রাম যে হস্ত গত হইয়াছে আর সহসা মহা সভা হইতে বহির্গত হইয়া এক খানি ড়ী লইয়া যত শীঘ্র পারেন ডোবার নগরে উপস্থিত। সেখানে সে দিন অবস্থিতি করিয়া পর দিন তাহার নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

জ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাহার স্ত্রী তাহার কামরায় আছেন তিনি সেখানে গিয়া মেমের সঙ্গে তমূল বিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং খানিক পরে রাগে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন যে তুমি তবে ও রূপ সম্বাদ টেলিগ্রাফ করিলে কেন? মেম অবাক হইয়া বলিলেন কি টেলিগ্রাফ করিয়াছিল, লর্ড সম্বাদটী মেমের হাতে দিয়া বলিলেন, এই পড়িয়া দেখ। মেম পড়িয়া দেখিলেন যে লেখা আছে "আমি অমুক সাহেবের সঙ্গে বেরোয়ে ডোবারে চলিলাম। আমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও"। মেম সম্বাদটী পড়িয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, টেলিগ্রাফের কর্ম্মচারিরা ভয়ানক মানুষ আমি শুদ্ধ সম্বাদ পাঠাই যে "ডোবার ষ্ট্রিটে অমুক মেমের সঙ্গে অদ্য যাইব। আমার জন্যে অপেক্ষা করিও"।

—রঙ্গপুর দিক্‌ প্রকাশ বলেন "এক ধুর্ত্ত ডিঙ্গী নৌকায় আরোহণ করিয়া গোয়ালন্দের অপর পারস্থ যাইট ঘর মোকামে উপস্থিত হয় এবং আপন সঙ্গীকে শ্রীযুক্ত শ্যামা শঙ্কর বাবুর নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করে, তুমি তাঁহার নিকট বলিবা যে ভৈরব বাবুর পুত্র পদ্মানদীতে নৌকা জল মগ্ন হওয়াতে অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন এবং সামান্যাবস্থা প্রযুক্ত আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছেন না। এবং আপনি এক খানা ভাল নৌকা দিলে তিনি স্বদেশে যাইতে পারেন। শ্যামা শঙ্কর বাবু এই কথা শ্রবণ মাত্র অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাটীতে নিয়া বহু বিধ সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরিচ্ছদাদি সহ এক খানা ছান্দিয়া নৌকায় উঠাইয়া বিদায় করেন। ঐ ধুর্ত্ত বড় নৌকায় আরোহণ করিয়া আরও এক মায়া জাল বিস্তার করে এবং খিয়রের বাজারের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া এই প্রচার করিয়া দেয় যে, এই নৌকায় ভৈরব বাবুর পুত্র আসিয়াছেন। প্রজা গণ এই কথা শুনিবা মাত্র নানা প্রকার ভেট ও নজর সহ ভুপাল সমীমেপ উপস্থিত হইতে লাগিল ধুর্ত্ত আহ্লাদে মগ্ন হইয়া নিজের কার্য্য দক্ষতা প্রকাশ জন্য আজি অমুক প্রজা দুগ্ধে জল দিয়াছে তাহার ২ টাকা অমুক ব্যক্তি রাস্তা বন্ধ করিয়াছে তাহার ৫ টাকা ইত্যাকার নানা প্রকার হুকুম কর্ত্তে লাগিল। এই রূপ আড়ম্বর দেখিয়া প্রজা গণের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তাহারা পরীক্ষার জন্য বাবুর কয় ভ্রাতা কয় ভগ্নী ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন ধুর্ত্ত কিছুই উত্তর করিতে না পারা গতিকে প্রজারা কপট বলিয়া কেহ চর্ম্ম পাদুকা উপহার কেহ বা হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক উত্তম মধ্যম ২। ৪ টী দিয়া মাঝি মাল্লা সহ জুয়া চোরকে মানিক গঞ্জে চালান করিয়াছে। ডেপুটী বাবু অনুসন্ধানে উক্ত ধুর্ত্তকে দোষী বলিয়া জানিতে পারিয়া কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন।"

—রেজিষ্ট্রার জেনরলের গত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দ্বারা জানা যায়, বঙ্গ দেশের মুদ্রা যন্ত্র হইতে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়াছে—বাঙ্গলা ১৫৮, ইংরাজী ৮৭, সংস্কৃত ১৩, উর্দ্দু, পারস্য ও আরবীয় ১৩ ইংরাজী বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলা সংস্কৃত ২১, হিন্দী ১, উড়িষ্যা ভাষায় ১২।

—সাপ্তাহিক সংবাদে লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ডে একটী মকদ্দমায় প্রতি বাদীর এক পয়সা জরিমানা ও ৯ সহস্র টাকা মকদ্দমার খরচ দিতে হইয়াছিল। লোকে যে মকদ্দমায় উতসন্ন যায়, এটী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহা দেখিয়াও অপরের চৈতন্য হয় না এই আশ্চর্য্য।

—সোম প্রকাশ বলের "হত্যাকারী আবদুল্লা এক্ষণে প্রেসিডেন্সি জেলে রহিয়াছে। চারি জন প্রহরী পর্য্যায় ক্রমে ইহাকে চৌকী দিতেছে। এক্ষণে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে। জেলে গিয়া সে বলিয়াছে, তাহার নাম আবদুল্লা; কিন্তু তাহাকে মৌলবী সাহেব বলিয়া ডাকা হয়। সে এক জন কাবুলী, কাবুলের ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থান হইতে আসিয়াছে।

আর সে বাতুল ভাব প্রদর্শন করিতেছে না। ইহার জীবিত রাখিলে ক্রমে সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।"

—১৮৬১ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মোটে ৬৭৩৬৩ ইউরোপীর সৈন্য ছিল। এই কালের মধ্যে সমুদায়ে ৩৪৯১৫ ব্যক্তি মৃত বা পীড়িত হয়। ওলাউঠায় ৩৫৭৩ সৈন্যের মৃত্যু হইয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষকে ইউরোপীয় উপনিবেশ করিবার বাঞ্ছা করেন, তাঁহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া কঠিন।

—"বাঙ্গালোর হেরালড বলেন, লোক সংখ্যা নিবন্ধন মাইসোরে সাধারণ্যে এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী লোকের সংখ্যা জানিয়া উহাদের কত গুলিকে বারলিনে যে সকল জর্ম্মণের বিবাহ হয় নাই, উহাদের বিবাহার্থ প্রেরণ করিবেন।"

পত্র প্রেরকের প্রতি।

—শ্রীরজনী নাথ চট্টোপাধ্যায়—পদ্যটী মন্দ হয় নাই কিন্তু পদ্য আমরা প্রায় প্রকাশ করি না।

—এক জন দর্শক—রঙ্গের এসোসিয়াসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা না প্রকাশ করাই ভাল।

—শ্রী— —গাহাটী—পত্র খানি প্রকাশ না করাই ভাল বোধ হইল।

—শ্রীআনন্দ নাথ মুখোপাধ্যায়—নকল নবীশ দিগের দুরবস্থার কথা লিখিয়াছেন। যখন আমাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট দিগের এই দশা হইতে থাকিল, তখন নকল নবীশ দিগের কথা কি?

—স্যচিং জাস্য. বনির হাট। পদ্যটী ভারি ল য। মন্দ হয় নাই, কিন্তু আমরা পদ্য প্রায় প্রকাশ করি না।

—আসাম নিবাসী ভদ্র লোক—লেখেন অপার আসামের ডাক সুচারু মত আসিতেছে না। অপার আসামে অতিরিক্ত এক জন ইনস্পেক্টরের প্রয়োজন নাই, পদটী উঠাইয়া দিলে গবর্ণমেণ্টের ৩৫৮০ টাকা সংকুলান হইবে। আমরা এ কথায় অনুমোদন করিতে পারিতেছি না। ডাক সুচারু মতে আসিতেছে না, অতএব অতিরিক্ত ইনস্পেক্টরের নিতান্ত প্রয়োজন। পদটী অল্পকাল সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমে সুশাসিত হইবে।

—শ্রীকি, উলা স্থানাভাবে এ পত্র খানা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। শ্রীকি বলেন রাণাঘাট হইতে উলায় যাইতে পথে বার মেসে নামক একটী খাল আছে, তাহার উপরে একটী পুল আছে। কিন্তু বন্যায় রাস্তা ভাসিয়া যাওয়ায় বাবু শম্ভু নাথ মুখোপাধ্যায় এক খানা খেয়া বসাইয়া লোকের বিস্তর উপকার করিয়াছেন। আর তিনি বন্যা প্রপীড়িত লোক দিগের যথা সাধ্য তত্বাবধানে তৎপর আছেন। গবর্ণমেণ্টের শম্ভু বাবুকে ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

প্রেরিত।

অদ্যকার প্রস্তাবে আমার অন্যান্য দেশের কথা বলার তত উদ্দেশ্য নহে যত বসিরহাট এবং সাতক্ষিরা উপবিভাগের বিষয়। তাহা বলিবার পুর্ব্বে ও প্রদেশের শোচনীয় অবস্থা না বলিয়া থাকিতে পারি না। ইছামতী এবং অন্যান্য নদী সমূদয়ের জল বৃদ্ধি হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমুদায় একবারে প্লাবিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে ১০। ১২ হাত জল। গরু প্রভৃতি পশু অনেক মরিয়া গিয়াছে। গরিব প্রজাদিগেরই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহারা নিম্নভুমি সমূদায়ে বাস করে সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সেই হতভাগাদের গৃহাদি গিয়াছে। গরু নাঙ্গলই তাহাদিগের এক মাত্র ধন, গরু সব মরিয়া গেল। নাঙ্গল কি হইল জানিনা। এই দীন দুঃখীদের দিকে তাকায় এমন কেহ নাই। শিশুসন্তান গণের জীবন গোদুগ্ধের উপর অনেক নির্ভর করে। অনেক গরু মরিয়া যাওয়ায় ইহাদিগের যে কি দশা হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। কলারোয়া, সাতক্ষিরা, পূঁড়া, সিবহাটী, টাকী, শ্রীপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম সমুদায়ের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। টাকী শ্রীপুরের জমিদারেরা বর্ত্তমান কিস্তির খাজনা কিছু বিলম্বে লওয়ার জন্যে ২৪ পরগণার কলেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু সাহেব মহাত্মা এই বলিয়া তাঁহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে জমিদারেরা এসময় প্রজাদিগের নিকট খাজানা আদায় করে না, তাহারা নিজ তহবিল হইতে দেয়। একথা সত্য হইলেও কি জমিদারেরা পৌষ মাসের মধ্যে প্রজাদিগের নিকট সমস্ত খাজানা আদায় করিয়া পৌষ কিস্তির টাকা দাখিল করিতে সমর্থ হইবেন। কখনই না। প্রজারা কোথা হইতে দিবে? তাহাদের "সবে ধন নিল নদী গরু নাঙ্গল গেল" ধান্য হইল না। কি করিয়া তাহারা খাজানা দিবে? জমিদারেরা যদি তাহাদিগের গাত্রমাংসও কাটিয়া লয়েন তবু তাঁহারা খাজনা আদায় করিতে পারিবেন না। সম্পাদক মহাশয়! এ অবস্থায় কালেক্টর হুজুর কি সুবিচার করিয়াছেন! না, এইরূপ সুবিচার আমাদের প্রত্যাশা করাই উচিত। আবার মহাশয় আর একটি বিপদ হতভাগ্য প্রজাদের মাথার উপরে ঝুলিতেছে। কি, জানেন? রোডসেস্‌। আমাদের বর্ত্তমান লেফটেনাণ্ট গবর্ণর না কি "প্রজাবন্ধু" নামে খ্যাত! আপনিই না বলিয়াছেন? অন্ততঃ আমি আপনার পত্রিকায় অবগত হই যে লোকে ক্যাম্পবেল সাহেবকে ঐ "প্রজাবন্ধু" নামটি দিয়াছে। তিনিও ঐ নামটির বড় উপযুক্ততা দেখাইয়াছেন এই "রোডসেস্‌" যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া। তা আবার জমিদারের হাতে। এখন ক্যাম্পবেল সাহেব যদি একবার কৃপা করিয়া গরিব অসহায় প্রজাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া কিছু কাল এই যন্ত্র হইতে তাহাদের বাঁচান তবেই দেখিতেছি তাহাদিগের কতক শান্তি। মহাশয়! একবার দুএকটা কথা বলুন। আমরা লিখিলে কেই বা শুনিবে। "অমৃত বাজার পত্রিকা" নাকি গবর্ণমেণ্টের প্রিয় জিনিষ। এই "পত্রিকা" পাইবার জন্য না কি (লোকে বলে) অনুবাদক মহাশয় এবং অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের "খএর খাঁরা" সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকেন, তাই মহাশয়ের পত্রিকায় এই পত্র খানি প্রেরণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রখানি মহাশয়ের অভিলষিত স্থানে একটু স্থান দান করেন তবে অনুবাদক মহাশয়ের কৃপা কটাক্ষে পড়িলেও পড়িতে পারে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া এই পত্র খানি শেষ করি। সাধারণতঃ লোকে "জমিদার" শব্দটি শুনিলেই মনে করে যে কিস্তুতকিমাকার প্রজাপীড়ক অত্যাচারী, নির্দ্দয় একটা কি। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে অনেক ভাল ভাল লোক আছেন তাহা কে না স্বীকার করিবেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। টাকী নিবাসী একজন জমিদার বাবু ললিত মোহন রায় চৌধুরী। আপনি টাকীর বিষয় অনেক জানেন। ললিত বাবু রাজ মোহন বাবুর কনিষ্ঠ। যে রাজ মোহন বাবু একজন ক্ষমতাশালী জমিদার হইয়াও টাকী হতভাগ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জীবন। বিদ্যলয়টী এত দিন কোথায় চলিয়া যাইত যদি এই দয়ালু বিদ্যাবন্ধু মহাত্মা ইহাকে অবলম্বন করিয়া না থাকিতেন। এখন আমার উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া যাওয়া উচিত না। ললিত বাবু অপেক্ষা ধনাঢ্য জমিদার টাকীতে অনেক আছেন। কিন্তু গরিবদের অবস্থা দেখিয়া কাহারও মন বিগলিত হইল না। যখন বন্যা জলে গ্রাম পরিপুর্ণ ছিল, তখন তিনি গরিব প্রজাদিগকে অর্থ দান এবং গরুর আহার খড় বিচালি কিনিয়া দিয়া প্রজাদিগের মহদুপকার করিয়াছেন। এখনও তাঁহায় দয়ার শেষ হয় নাই। টাকীর মুখ আবার

উজজ্বল হইত যদি জমিদার মহাশয়েরা এক বাক্য একহৃদয় হইয়া একবার দেশটির দিকে চাহিয়া দেখিবেন। ললিত বাবুকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ; বি, এ, বি, এল অনেক আছেন। তাঁহারা কি এক বার চক্ষু উন্মীলন করিবেন না?

মহাশয়,

এই বড়পেটা একটি বহু জনাকির্ণ স্থান ইহা কামরূপ জিলা খণ্ডের একটী নগর কিন্তু ইহাতে নগরের সুপরিপাটিত্ব কিছু নাই। কেবল নাগরিক দুষ্কৃয়ার দুঃখময় ফল আছে। অতএব ইহাতে নাগরিক ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উটিয়াছে। উহা নাহইলে, এখানে যত ঘন বসতি উত্তরোত্তর ঘনতর হইয়া বহুতর অনিষ্ট হইবার সম্ভব। এইক্ষণেও তাহাতে বৎসর২ অনেক গৃহদাহ হইয়া থাকে সম্পত্তিরক্ষার্থে অগ্নি নির্ব্বাণের জন্যে কোন জলাশয় নাই গৃহের বাহিরে সম্পত্তি রাখিবার স্থান নাই, অধিক কি অগ্নিদ্বারা মনুষ্যের প্রাণ নাশের সংশয়ই হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বর্ষা কালে যখন অতি বন্যা নাহইয়া নগরের মধ্যে জল প্রবেশ হইয়া নিম্ন পথ সকল প্লাবিত হইল, না নৌকা না ভূমি পায় চলিতে পারা যায়, তখন অগত্যা ভূমি পায়ে জানুর্দ্ধ পর্য্যন্ত জলে বস্ত্রোত্তলন করিয়া যাওয়াতে বিশেষতঃ স্ত্রী ও পুরুষ জাতি পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে লজ্জাশীলতার কিছুই লক্ষিত হয় না। এরূপ জনতার স্থানে সমধিক পরিমাণে নানা প্রকারের রুগ্ন লোকালোক থাকে। ইহাতে সংক্রামক রোগ অতিশয় প্রবল। অধিকন্তু কুষ্টাদি ক্ষত রোগীর ক্লেদ ধৌত পথের জলে অন্য লোকের পাদক্ষেপ করাও ভয়াবহ। অধিক কি এস্থানে জল বায়ুর যেরূপ অস্বাস্থ্যকারিতা লক্ষিত হয়, ইহাতে বোধ হয়, অল্প দিনের মধ্যে এস্থান জন শূন্য হইয়া পড়িবে। এতাবতা লিখিতেছি; ত্বরায় ইহার প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। নগর পরিষ্কারার্থে রাজকীয় যে কিছু ব্যয় হইয়া থাকে তদ্দ্বারা কুলায় না। স্থানীয় লোকেরা ও মিউনি সিপাল ট্যাক্স ভাল বাসে না, এমত স্থনে তাহাদিগের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য হওয়া আবশ্যকতায় বিবেচিত হইয়াছে, তাহারা অর্থব্যয় বিনা আর যত করিতে হউক তৎপক্ষে ততদুর কুণ্ঠিত নহে, এ তাবতা তাহারা সমবেত হইয়া প্রথমতঃ পথ সকল উচ্চ করুন,—পথ উচ্ছ করিয়া তোলা তাঁহাদিগের বর্ষাকালে অল্পায়াস সাধ্য,—অনেক গৃহস্থেরই দুই চারি খানা নৌকা আছে, এই সকল নৌকা দ্বারা একালে অল্প দুর হইতে মৃত্তিকা আনিয়া পথ বান্ধিতে পারেন। যাহাদের নৌকা নাই, শারীরিক চেষ্টা করিতে পারে। এই রূপে এক একটা পথে এক এক বৎসরের বর্ষায় দুই, তিন দিন মৃত্তিকা দিলে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে প্রায় পথ সকল এক প্রকার উচ্চ হয়। পরে অল্প ব্যয়ে জীর্ণাদি সংস্কার হইতে পারে। এবিষয় আমাদিগের শুভ সাধক শ্রীযুত এ চি কেম্বেল এসিষ্টাণ্ট কমিশনার সাহেব মহোদয়, স্থানীয় লোক দিগকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রদান করিলে সুসিদ্ধ হইতে পারে। যদি অজ্ঞতা নিবন্ধন স্থানীয় লোকেরা উদাসীন হন, তবে সর্ব্বোত্ত ভাবে রাজকীয় ব্যয়ে হওয়া উচিত। রাজা প্রজা পালন নিমিত্তেই রাজা বর্ত্তমানে যদি প্রজার, শরীর, সম্পত্তি এবং লজ্জাশীলতার রক্ষা না হয়, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি আছে! অশিক্ষিত শিশু সন্তান আপনার হিতাহিত বুঝিতে নাপারিলে কি পিতা মাতা ঔদাস্য অবলম্বন করিবেন? শিশুর আবাস স্থানের সুনিয়ম শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিবেন না? বস্ত্র পরাইয়া লজ্জাশীলতা রাখিবেন না? রাজা প্রজার পিতৃবৎ রাজাকে পিতার ন্যায় প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দের সকলি করিতে হয়।

আশাম বড়পেটা } ভবদীয় বাধ্য
শক ১৭৯৩ ১৮ ভাদ্র } শ্রীকরুণা ময় বর্ম্মণ

মহাশয়!

বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বিহারীপুর গ্রামে কোন ধনী কর্ম্মকার তাহার প্রতিবাসী শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ফাঞ্জিলাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হয়। বন্ধু দিগের মধ্যে এক জন ধনী অন্য জন নির্দ্ধন; সুতরাং বন্ধুত্বের অপ্রতি বিধেয় নিয়মানুসারে কর্ম্মকার বন্ধুকে ব্রাহ্মণ বন্ধুর ও তাহার পরিবারের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নির্দ্ধন বন্ধু জাতিতে ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয়, লেখা পড়াতে ষণ্ডামার্ক, বিবাহ করা তাহার এজন্মের কর্ম্ম নহে; বিবাহেতে তাহার নিতান্ত শক, না করিলেও হয় না কাজেই বন্ধুর শরণাগত হইল। বন্ধু কি করে; বন্ধুকে অপরিণিত দেখিয়া প্রায় ৭০০ কি ৮০০ টাকা খরচ করিয়া বন্ধুর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া দেয়। ঈশ্বর চন্দ্র বড় গুণের বন্ধু! বিবেচনা করিল বন্ধু আমার এত উপকার করিলেন উহার প্রত্যুপকার কিছু না কিছু করা আবশ্যক; বন্ধুর পূর্ব্ব পরিণিতা স্ত্রীর গুপ্ত প্রেমে আবদ্ধ হইল। বন্ধু দিগের প্রতি যেরূপ পরিবারের ভারার্পণ করা হয় ও অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদের সহিত বাক্যালাপের আদেশ দেওয়া হয়, তাহাতে মুর্খ নিরক্ষর সণ্ডামার্ক দিগের এই রূপ ব্যবহার করা আয়াস সাধ্য বিবেচনা করিবেন না! এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে কর্ম্মকার ভায়া উপর্য্যুপরি তিনটী বিবাহ করে। কাল সহায় বলে প্রথমটী প্রথমই সপত্নী গঞ্জনার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ভায়া আমার ছাড়িবার পাত্র নহে অমনি সে একটী বড় বণিতাকে ইতরেন্দ্রিয় তৃপ্তার্থে প্রথম স্ত্রীর স্থানীয় করিয়া লয়। নীচ শ্রেণীস্থ লোক দিগের হিতাহিত জ্ঞান প্রায় থাকে না কর্ম্মকার ভায়া শেষ পরিণিতা নবীনা যুবতীর প্রতি বিশেষ আসক্ত হইল। বড় বণিতাটীত কাকের মধ্যে আছেই। সুতরাং প্রথম স্ত্রীর (আমাদের নায়িকা) প্রতি আসক্তির ক্রমে লাঘব হইয়া আসিল, না কিছু দিন পরে সে কেবল দাসী কার্য্যে নিয়োজিতা ও গঞ্জনার পাত্র মাত্র হইল। কর্ম্মকার বণিতা কি করে সপত্নী গঞ্জনা ও পতি লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের দোহাই না মানিয়া কুলে জলাঞ্জলি দিয়া অবলা সরলা নামের অবমাননা করিয়া কর্ম্মকার ভায়ার সমুচিত সাস্তি প্রদান করিয়া তাহার বৎসরকের একটী শিশুকে ঘরে রাখিয়া আমাদের ঈশ্বর চন্দ্রের সহিত বাটীর বাহির হইল। সম্পাদক মহাশয়! দেখিলেন ত, ঈশ্বর চন্দ্র কেমন গুণের বন্ধু! বন্ধনীর সঙ্গে গুপ্ত প্রেমে আবদ্ধ হইয়া প্রথমই সে বন্ধুত্ব ব্রতের যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিল, এক্ষণ সে ব্রত যজ্ঞে পূর্ণ ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। আমাদের দেশের অনেকেরই বিশেষ ইতর শ্রেণীস্থ প্রায় সকলেরই একটী না একটী বন্ধু আছে অথচ তাহাদের বন্ধুত্বের চরম ফল প্রায় এই রূপই হইয়া থাকে। তাহারা বন্ধু নির্ব্বাচনের সময় একেবারে উদাসিন থাকে। জানে না বন্ধু কাহাকে বলে, বিবেচনা করে বন্ধু সম্বোধন করিলেই বন্ধু হইল। পাঠক কেমন বন্ধু নির্ব্বাচনের সময় সাবধান হইবে ত! যাহা হউক কর্ম্মকার বণিতা ও ঈশ্বর চন্দ্র নৌকা যোগে প্রথমতঃ ভাণ্ডারিয়া গ্রামে আসিয়া তত্রত্য জমিদারি কাছারিতে ধরা পড়ে। কিন্তু টাকায় কি না করিতে পারে? কিছু দক্ষিণা দিয়া তথা হইতে মুক্ত হয়। পরে আমাদের এই মোরেল গঞ্জে আসিয়া এখানকার দুই জন কনেষ্টবল কর্ত্তৃক ধৃত হয়। সম্পাদক মহাশয়! জানেনইত, গুণের পুলিস ম্যান দিগের কত দূর কর্ম্ম দক্ষতা ও নিস্পৃহতা তাহারা গুটী ২৫ টাকা পাইয়াই মন্ত্রঃপুত ধুলি নিক্ষিপ্ত বিষ ধরের ন্যায় হেট মস্তক হইয়া রহিল। যুগল পালাইয়া রাস্তায় দেবিপূর নামক গ্রামে চিড়া আহার করিবার জন্যে নৌকা হইতে উপরে উঠে। পাঠক শুনিয়াছেন বিপদ বিপদেরই অনুসরণ করে, তাহার দৃষ্টান্ত এখানে দেখুন। পরস্পর প্রণয়াবদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নৌকা হইতে উপরে উঠিয়াছে, মাঝি গণও সময় পাইয়া প্রায় ২০০ টাকার জিনিসাদি লইয়া চটপট করে। তখন যুগল কি করে, অনাম্যোপায় হইয়া তত্রত্য জনৈক ভেকধারী বৈরাগীর আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই রূপ তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে পর তত্রত্য চৌকিদার অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া এই মোরেল গঞ্জস্থ সব ইনস্পেক্টর বাবু উমেশ চন্দ্র খৃষ্টানের নিকট উপস্থিত করিয়াছে। উমেশ বাবু নিতান্ত ধর্ম্ম ভিরু নিস্পৃহ কর্ম্মঠ লোক, তিনি স্ত্রীলোকটিকে আপন জেম্মায় রাখিয়া বিশেষ রূপ তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন ও তাহার স্বামীর নিকট তত্ত্ব ও পাঠাইয়াছেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই বিষয়ে অত্রস্থ জমিদার শ্রীযুক্ত মোরল সাহেবানের উপযুক্ত পেস্কার শ্রীযুক্তবাবু বিষ্ণুচন্দ্র সেন মহাশয় ও বিশেষ সদয়তা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ম্মকারের নিকট তত্ত্ব পাঠানের তিনিই প্রধান উদ্যোগী। স্ত্রী লোকটী এক্ষণ আবার বাটীতে যাইতে চাহে ও পরিত্যাক্ত পুত্রটীর জন্য সর্ব্বদা ক্রন্দন করিয়া থাকে। যাহা হউক কর্ম্মকার এখানে আসিলে আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করে কি না তাহা সবিশেষ পরে প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল। সম্পাদক মহাশয়! পাঠক গণ, দেখিলেন ত বহু বিবাহ কত অনর্থের মুল। সপত্নী বাক্যবাণ সহ্য করা কি সুকঠিন। আমাদিগের কর্ম্মকার বণিতা না কেবল এই সহ্য করিতে না পারিয়াই প্রাণ সম প্রিয়তম পুত্রের স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিল গুরু জনের ভয় করিল না,—স্বামীর অপেক্ষা করিল না,—কুলে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিতা হইল না,—ও অভিসারিকা বৃত্তি অবলম্বন করিতেও সঙ্কুচিতা হইল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যে আমাদের দেশস্থ লোক দিগের চক্ষু ফুটিতেছে না ইহাই আশ্চর্য্য। কবে আমাদের দেশ হইতে বহু বিবাহ প্রথা উচ্ছিন্ন হইবে কবে আমাদের স্বর্ণ ভূমি ভারতবর্ষ শান্ত হইবে।

শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পাক্ষিক বরিশাল বর্ত্তাকরের সম্বাদ স্তম্ভে লিখা হইয়াছিল যে "মোরল গঞ্জের সব ইনস্পেক্টর বাবু উমেশ চন্দ্র খৃষ্টান নিতান্ত নিস্পৃহ ও কর্ম্ম নিপুন কিন্তু শুনিয়া দুঃখিত হইলাম তিনি নাকি ২০ আইনের মমতা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই" শুনিলাম এই জন্য নাকি উমেশ বাবু সম্পাদকের নামে লাইবেল কেস উপস্থিত করিবেন। তিনি নাকি সম্পাদকের নাম জানিতে তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছেন। ফলতঃ যাহার তাহার মুখে শুনিয়া এক জন সুবিজ্ঞ লোকের দোষারোপ করা পত্রিকার সম্পাদক দিগের পদোচিত কার্য্য নহে।

সন ১২৭১ } আপনার একান্ত বশম্বদ
২৪ শে সেপটেম্বর }
মোরল গঞ্জ স্কুল } শ্রীঅঃ—

বিজ্ঞাপন।

(A Novel full of Mysteries in Bengali.)

এই এক নূতন!

আমাদের গুপ্ত কথা!!

অতি আশ্চর্য্য!!!

প্রথম পর্ব্ব ২২ সংখ্যা পর্য্যন্ত রঙ্গীণ টাইটেল যুক্ত একত্রে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৮০ বার আনা ডাক মাশুল ৵ আনা। এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব সংখ্যানুসারে প্রতি রবিবার এক এক সংখ্যা প্রকাশ হয়, ৩৬ সংখ্যা পর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক সংখ্যা দুই পয়সা মাত্র। সাজাহানের দরবারের রহস্য প্রকাশক "উজীর পুত্র" নামে আর এক খানি নবেল প্রতি শুক্রবার প্রকাশ হয়, মূল্য ঐ। এবং "বিদূষক" নামে এক খানি বাঙ্গাল-Punch প্রতি শনিবার প্রকাশ হয়, মুল্য ঐ। উজীর পুত্র ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত এবং বিদূষক ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে। এই তিন খানি পুস্তক কলকাতা শোভা বাজার শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীনবীন কৃষ্ণ বসু।

বিজ্ঞাপন।

হমিওপেথী চিকিৎসা।

বাবু বেণিমাধব ঘোষ এই চিকিৎসা অমৃত বাজারে আরম্ভ করিয়াছেন। হমিও পেথী চিকিৎসা অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহার নিকট অসাধ্য কোন রোগীই নাই। ডাক্তার ও কবিরাজের পরিত্যক্ত রোগ এই চিকিৎসাতে এক মাত্রা ঔষধ সেবনে অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে। বেণিবাবু অল্প কালের মধ্যে এখানে অনেক গুলি কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। বিক্রয় নিমিত্ত তাহার নিকট বিস্তর হমিও পেথী ঔষধ প্রস্তুত আছে। তিনি সুলভ মূল্যে ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। অমৃত বাজার

অবকাশরঞ্জিনী।

কতিপয় সুবিখ্যাত গ্রন্থকার দ্বারা অনুমোদিত হইয়া অবকাশ রঞ্জিনী সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নানা বিষয়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট রসাল কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতা রসপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই ইহা পাঠ করিয়া সম্ভবতঃ পরিতৃপ্ত লাভ করিবেন। মূল্য ১ টাকা যশোহর স্কুলের শিক্ষক বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্রের নিকট প্রাপ্তব্য।

চট্টগ্রামেরএকজন সুশিক্ষিতযুবকইহার গ্রন্থকর্ত্তা

এদেশে অন্যান্য কার বারি লোকের ন্যায় ছুতরের ভারি কষ্ট আমরা ইহার নিরাকরণ নিমিত্ত এখানে একটি কাষ্ঠের কারখানা খুলিয়াছি ইহাতে উত্তম উত্তম মিস্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র অপেক্ষা অতি সুলভ ব্যয়ে অতি অল্প সময়ে উত্তম কাষ্টে যিনি যে রূপ অডর দিবেন প্রস্তুত করিয়া দিব। অডর বুঝিয়া দাদন করিতে হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র
গৌর নগর

আগমি অক্টবর মাস হইতে সম্বাদ পত্রের মস্থুল কমিয়া আধ আনা হইবেক অতএব ইহা দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে আধ্ আনা দামের অধিক মূলের ষ্ট্যাম্প আমারা গ্রহণ করিব না।

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদে মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফিয়ার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

মূল্য সমেতডাক মস্থুল ।৵ আনা
শ্রীচন্দ্রনাথ কর্ম্মকর
অমৃত বাজার।

গঙ্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায় এম বি

কর্ত্তৃক নূতন পুস্তক।

"মাতৃ শিক্ষা"

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ও সুতিকা গৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ উত্তম ছাপা ও বাঁধা। মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল সহিত ২।০, ৫খান একত্রে লইলে অর্থাৎ ১০ টাকা ও ১৫ টাকা শত করা হিসাবে কমিসন। কলিকাতা লাল বাজার হিন্দু হস্টেল শ্রীগুরুদাস চট্টোপায়ে নিকট ওা যাইবে।

কাল এবং সাদা অক্ষরের অথবা অন্য কোন রকমের সিল মহরের প্রয়োজন হয়, অথবা নানা বিধ প্রকারের সিল অঙ্গুরি ও হরেক রকম আমি উত্তম রূপে প্রস্তুত করিতে পারি যাহার প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীধর পুরের বাসার নিকট আমার দোকানে আর্ডর দিলে আমি ন্যায্য মূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

শ্রীআনন্দ চন্দ্র স্বর্ণকার,
ষ্টেশন কোতয়ালি, যশোহর মামারক কাটি।

মৎ প্রণীত "ভূগোল বিদ্যা" নামক ভূগোল গ্রন্থ খানি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। ইহাতে পৃথিবীর স্থূল স্থূল বিবরণ, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গালার বিশেষ বিবরণ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীর তাবদ্দেশ ও নগরাদি প্রাচীন ও বর্ত্তমান নামাবলী সংকলিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মাইনর ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থিরা যে বিশেষ উপকার লাভ করিবে ইহা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় মহোদয়ের দত্ত প্রশংসা পত্র (যাহা এই পুস্তকের এক পার্শ্বে মুদ্রিত হইয়াছে) ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতে পারে।

মূল্য ৸৵ আনা মাত্র।

ভবানিপুর জগুবাবুর বাজার }
সুলতান মিস্ত্রীর বারিক } শ্রীরজনীকান্ত ঘোষ

ধর্ম্মওজ্ঞানের মীমাংসা।

সময়োপযোগী পুস্তক। জ্ঞান, বিশ্বাস ভক্তি সাধুলোক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব চতুষ্টয় আলোচিত হইয়াছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযদুনাথ চবর্ত্তী।

লেখ্য বিধান।

প্রজা জমিদার কি মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলিল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখ্য সম্পাদক বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তক খানি সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা মাত্র কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রিট ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয়ে এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সঙ্গীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে। উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরুপদেশ ভিন্ন অভ্যাস হইতে পারিবেক। উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতার কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারের লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়ের মাশুল /০ আনা। কেহ নগদ ৫ টাকার বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শতকরা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন।

শ্রীনীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ চিঠি মনিঅর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেনতাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্ত কুমার ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট।

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর
বাবু তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
কৃষ্ণ নগর
বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ার স্কুল
কলিকাতা
বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার কাশীপুর
বাবু দীননাথ সেন, গোহাটি
বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহক গণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিব না।

অমৃত বাজার পত্রিকা মূল্যের নিয়ম।

অগ্রিম।

বার্ষিক ৮ টাকা
ষাণ্মাসিক ৪৷৷০
ত্রৈমাসিক ২৸
প্রতি সংখ্যা ।০

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক ১০ টাকা
ষাণ্মাসিক ৬।০
ত্রৈমাসিক ৩৸

এই পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার /০
ও ততোধিক বার [illegible]

☞ এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃতপ্রবাহিনী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতি বারে শ্রীকৈলাসচন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত